MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

সংগ্রামের রণভূমি থেকে কমরেড মাও সেতুং-এর উত্থান

মাও সে-তুং : ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ – ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন ও চীন বিপ্লবের নেতা কমরেড মাও সেতুং-এর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৯ সেপ্টেম্বর '২০ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যেগে এক অনলাইন আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। আলোচনাসভাটি সঞ্চালনা করেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

কমরেড খালেকুজ্জামান কমরেড মাও সেতুং-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরে বলেন, চীন বিপ্লব ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নানা দিক থেকে তিনি বিশাল শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। একটা জীবনকে অতি সাধারণ স্তর থেকে কীভাবে নির্মাণ করতে হয়, কীভাবে বিপ্লবী হিসেবে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হয় এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী নিয়ম কীভাবে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে হয় এটা তাঁর জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয়। তখনকার ৬০ কোটি লোকের বিরাট-বিস্তীর্ণ অনেক প্রদেশে বিভক্ত চীন। বেশিরভাগ মানুষ লেখাপড়া জানেবোঝে না। একটা অগ্রসর চিন্তাকে ওই মানুষদের চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে, তাদের ধারণাগুলিকে জাগিয়ে কীভাবে সংগ্রামে মানুষকে যুক্তকরা, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবাহিত করা, নেতৃত্ব দান করা, ইত্যাদি বিষয় জনগণের মধ্যে ক্রমাগত উত্তরোত্তর এগিয়ে নেয়ার কলাকৌশল প্রণয়নে মাও সেতুং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমাদের মতো দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য এই শিক্ষাগুলো অনেক দিক থেকেই জরুরি। মার্কস-এঙ্গেলস কীভাবে বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন এবং সেই আদর্শ কাঠামোকে সাংগঠনিক রূপ দিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী মানবমুক্তির দিকনিশানা স্থাপন করেছেন তার যেমন শিক্ষা আছে, তেমনি কমরেড লেনিন রুশ বিপ্লব করেছেন, কমরেড স্তালিনের সমাজতন্ত্র পুনর্গঠন এবং এগিয়ে নেয়া এবং কমরেড মাও সেতুং পশ্চাৎপদ অবস্থার মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এই শিক্ষাগুলি খুবই জরুরি। এর বাইরেও ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা এসব দেশে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং বহু স্থানে বিশেষ করে জার্মানি, অস্ট্রিয়া বা ইউরোপে কেন বিপ্লব হলো না, কেন রাশিয়াতেই সেটা সম্ভব হলো, একটা পশ্চাৎপদ দেশ চীন ব্যাপক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এগিয়ে গেলো, ভিয়েতনামে কেন বৃহত্তম শক্তি আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারল, এই সমস্ত শিক্ষাগুলি ধারণ করার অংশ হিসেবে আমরা মাও সেতুং এর জীবন সংগ্রাম আলোচনা করি।

মাও সেতুং ১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর চীনের হুনান প্রদেশের শাংতান জেলার শাউ শাং চুং গ্রামে নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে ৯ সেপ্টেম্বর ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনকালকে সংগ্রামের একটা মহাকাব্য বলা যায়। ৭ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করার পরিবর্তে তাঁর বাবা তাকে একটা কৃষি খামারে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলো পরবর্তীতে ৮ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালয় ভর্তি হয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব বারবার সকল বাঁধাকে ডিঙিয়েছে। তাঁর বাবা ধর্ম পালন বা ধর্ম বিষয়ে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। মা ধর্ম বিশ্বাসী হলেও তাঁর ওপর সেটা চাপানোর চেষ্টা করেননি বরং পিতার জবরদস্তির বিপরীতে মাও-এর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিশাল চীন, প্রাচীন সভ্য দেশ। কিন্তু মধ্যযুগীয় সামন্তীয় ব্যবস্থায় স্থবির, বহুধা বিভক্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধ, ১৮৯৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ সালে উত্তর চীনে কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের বক্সার আন্দোলন, এরপরে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, জারতন্ত্রী রাশিয়া, ফরাসি, ইতালি এবং অস্ট্রিয়া এই ৮টা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীনের এক একটা অংশ দখল করে নেয়। তারা সমস্ত রাজনৈতিক রাজন্যবর্গ, সামন্তীয়গোষ্ঠী যারা বিভিন্ন এলাকায় ছিলো তাদেরকে নানা সুবিধা দিয়ে কলকারকানা স্থাপন, খনি দখল প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয় এবং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই ১০৯ বছর ছিলো চীনা জনগণের উত্থান, অবিচ্ছেদ্য সংগ্রাম ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ইতিহাস।

এই সংগ্রামের রণভূমি থেকে মাও সেতুং-এর উত্থান এবং এই সংগ্রামকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে পৌঁছে দেয়ার নেতৃত্ব দানের মধ্যেই ছিল তাঁর প্রকাশ। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব স্থানে আসীন হওয়ার ক্ষেত্রে এটা ছিল প্রথম পরিক্রমা। মাও দেখলেন, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন, অন্যদিকে সামন্তীয় প্রভুদের নিপীড়নে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চরম দুর্দশা তার পাশাপাশি দেখলেন জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম। মাও এই ব্যবস্থার প্রতিকার খুঁজতে থাকেন। কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ বা সংস্কারপন্থী চিন্তাভাবনা বা লি চি চাও এর চিন্তাসহ এই জাতীয় বহু ধরণের চিন্তার সাথে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কিছু গুপ্ত সংগঠন–যারা সশস্ত্র সংগ্রামে ছিল তাদের সাথে তিনি যুক্ত হওয়ার

চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাদেরকেও তার সঠিক বলে মনে হয়নি। এরকম একটি সংগঠনে যুক্ত হয়ে তিনি ৬ মাস যুদ্ধ করে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সেই লড়াই তিনি সঠিক মনে করেননি। এর মধ্যে একটা কাগজ থেকে তিনি কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং সমাজতান্ত্রিক, গণতন্ত্রী একধরণের লেখা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সানিয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সংগঠন টুম বেন হুয়ি–যেটা পরবর্তীকালে কুয়োমিনটাং নামে পরিচিত হয়েছিল সেই সংগঠনের ব্যাপারেও তিনি আগ্রহী হন। মার্কসবাদী চিন্তার সাথে তখনও তার ব্যাপক পরিচিতি ঘটেনি। সেই সময় তিনি নিজেই অনুভব করলেন যে, কিছু একটা করা দরকার। চাংসায় এসে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন–বিজ্ঞাপনটিতে দেশর যুবকদের স্বদেশসেবার জন্য সংগঠিত হওয়ার আহ্বান করা হলো। বিজ্ঞাপনে আরও লেখা হলো, যেসব যুবক দেশের সেবায় জন্য আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তারা যেন মাওয়ের সাথে দেখা করেন। সত্যি সত্যিই এই আবেদনে সাড়াও এলো। এইভাবে তিনি যুবকদের যুক্ত করার চেষ্টা করলেন। জ্ঞানচর্চার সাথে শারীরিক সামর্থের বিষয়টিও যুক্ত করলেন। এখান থেকে তিনি অভিজ্ঞতা পেলেন, জনগণের সাথে মেশার ও সমস্যাগুলো বোঝার।

১৯১৮ সালে মাও সেতুং বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে চাকরি শুরু করেন। দর্শন ও সাংবাদিকতা শিক্ষার রাত্রির ক্লাস করার স্কুলে ভর্তি হন। সে সময় বামপন্থী এক বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারায় মাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। এছাড়া কাজের অবসরে তিনি পাঠ করতে শুরু করেন সভ্যতার বিস্ময়কর এক তত্ত্ব মার্কর্সবাদ। তখনই বুঝতে পারলেন মায়ের 'বুদ্ধবাদ' ও বাবার 'কনফুসিয়বাদ' দিয়ে চীনকে পাল্টানো যাবে না।

সেখানে লাইব্রেরিয়ানসহ কিছু পন্ডিত ব্যক্তির সাথে যেমন–জেং ওটান, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইয়াং চাংজি–যিনি পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, এ ধরণের বহু ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় ঘটে। ডা. সান ইয়াৎ সেন ১৯০৫ সালে কুমবেন হুয়ি বা বিপ্লবী লীগ সংস্থা গঠন করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চিং রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেন। ১৯১১ সালের বিপ্লবে দুই হাজার বছরের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয় এবং চীন প্রজাতন্ত্র নানকিং সরকার গঠন হয়, পরে সে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। মাও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেন। তখন তিনি ইতিমধ্যে পাওয়া সমাজতান্ত্রিক ধারণার গভীরে ঢুকতে থাকেন। মাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সাথে কথা বলে তাদের মতামত সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। কৃষকরা যে বিদ্রোহের প্রাণশক্তি তখন সেটা তিনি অনুভব করেন। এর আগে হুনানে জাপান যখন সাঞ্চু শহরে আক্রমণ করে, তার প্রতিবাদে যে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মাও সেতুং। সেখান থেকে তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিতি পান। হুনানের মাসিক পত্রিকা শিয়াং চিয়াং রিভিউ নামে পত্রিকায় তার জ্বালাময়ী লেখা আন্দোলনে যে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল তার স্বাক্ষরও আছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়। রুশ বিপ্লব, বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে তাদের যে ধারণা, সে বিপ্লবের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বলশেভিক ধরণের দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। ১৯১৯ সালে ৪ মে তিয়েনমেন ফটকে ৩ হাজার ছাত্র জমায়েত হয় নানা দাবিতে। সেখানেও তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালে জুলাই মাসে সাংহাইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন হয়। মাও-সহ প্রতিনিধিত্ব করে ১২ জন। চেন শিও-কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত করা হয়। কম বয়স বলে মাও সেতুং-কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত করা না হলেও হুনান প্রদেশে সংগঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯২২ সালে হুনানে প্রদেশ জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে, কৃষকদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যদিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতা-দক্ষতার স্বাক্ষর তিনি রাখেন।

১৯২৩ সালে হুনানে মে দিবসে সকল কারখানা বন্ধ করে দেয়ার পেছনে মাও সেতুং-এর বড় ভূমিকা ছিল। সেখান থেকেই তিনি শ্রমিক নেতা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেন।

সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনটাং পার্টি যে তিনটা লক্ষ্যের কথা বলেছেন, মাও সেতুং সেখানেও ভূমিকা রেখেছিলেন। যেমন, চীনকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে মুক্ত করা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, জমিদারি উচ্ছেদ করা, জমি কৃষকের নিকট বিলি করা, সোভিয়েতের সাথে বন্ধুত্ব করা, শ্রমিক-কৃষককে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এর মধ্যে দিয়ে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত সংগ্রাম শুরু হয়। চিয়াং কাইশেক তখন মিলিত বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। মাও উভয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

কুয়োমিনটাং পরিচালিত মাসিক পত্রিকা পলিটিক্যাল উইকলি'র সম্পাদক হন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করলে তখন কমিউনিস্ট পার্টি এবং কুয়োমিনটাং উভয় জায়গাতেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও-এর মাধ্যমে বলশেভিক পার্টির ধারা আর চেন থো শে এর মাধ্যমে কুয়োমিনটাং-এ মেনশেভিক ধারা ফুটে ওঠে। অন্যদিকে কুয়োমিনটাং-এ সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন চক্রান্তে ক্ষমতা ও স্বার্থলোভী চিয়াং কাই শেকের মাধ্যমে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান যুক্ত আন্দোলনে ভাঙন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মাও সে তুং এর নেতৃত্বে লাল ফৌজ গঠন হয়। ১৯২৭ সালে কুয়োমিনটাং-এর সাথে তিনি যে লড়াইটা পরিচালনা করলেন বিভিন্ন বিষয়গুলো উন্মোচন করে তখন দেখা গেল চিয়াং-এর বাহিনী থেকে মার্শাল চুতে বেরিয়ে আসেন, যিনি পরে বিপ্লবী আন্দোলনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলেন ওলোং, ইয়েটিং, দিনপিয়াও, কিউ পো চেং ইত্যাদি বড় বড় সামরিক নেতারাও বেরিয়ে আসেন এবং লাল ফৌজে যোগ দেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল চিয়াং কাইশেক মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করলেও সংগ্রামের লাইন তার সেটা না।

মাও সেতুং কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে মতবাদিক বিতর্ক করছেন–কোন পথে এই পার্টি জনগণের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করবে, পার্টির কাঠামো কী হবে, কীভাবে পার্টি রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার মধ্য দিয়ে শোধনবাদী চিন্তাভাবনার উন্মোচন হচ্ছে এবং মাও সেতুং এর চিন্তাধারা বা লাইন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এভাবে চলতে চলতে মাও সেতুং বুঝলেন পার্টিকে শক্তিশালী করা, জনগণের মধ্যে যাওয়া, আন্দোলনগুলিকে প্রসারিত করার কাজ করলে সফলতা আসবে।

হুনান প্রদেশের কৃষকদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন মাও। এই বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে চীনের দক্ষিণের পার্বত্য এলাকা জিয়াংজি প্রদেশে চলে যান মাও। এ সময়ে অসংখ্য তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করে। মাও সেতুং তাদের সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেন। এই দলটি রেড আর্মি নামে পরিচিত। এদের লক্ষ্য ছিল কৃষকের মুক্তি। আর সে লক্ষ্য অর্জনে অভিনব গেরিলা যুদ্ধের পথ অনুসরণ করে এ বাহিনী।

কুয়োমিনটাংয়ের নেতা চিয়াং কাইশেক কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল এবং কমিউনিস্ট বিরোধী দমননীতি অনুসরণ করেন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্টদের দমনের উদ্দেশ্যে জিয়াংজি প্রদেশে ঘিরে ফেলে। কাইশেক বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পার্টির পশ্চাদপসরণের কৌশল হিসেবে এক পর্যায়ে চীনের পশ্চিম ও উত্তর দিকে এই পশ্চাদপসরণকে নতুন অঞ্চল আবিষ্কার, নতুন জনপদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, নতুন নতুন স্থানে মুক্তাঞ্চল বা সোভিয়েত গঠনের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করে বিস্ময়কর ও অপ্রতিরোধ্য গতিবেগে সে বেড়াজাল ছিন্ন করে রেড আর্মিকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন মাও সেতুং। জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং দেশের অভ্যন্তরে সামরিক শক্তিগুলোর অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়ানোর জন্য, সারাদেশে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করা, আন্দোলন সংগঠিত ও সমন্বয় করারও তাগিদ তৈরি হয়; তখন ১৯৩৪ সালের ১৬ অক্টোবর লংমার্চের ঐতিহাসিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন–যা ১২ মাসে ১১টা প্রদেশের ভিতর দিয়ে ৮ হাজার মাইল অতিক্রম করে। পথে পথে শত্রুর অপ্রতিরোধ্য ব্যুহ ভেদকরে কষ্টসাধ্য দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে, খরস্রোতা নদী পার হয়ে নানা ধরনের প্রতিরোধ-বাধা মোকাবিলা করে লংমার্চ সফল করতে হয়েছে। মুক্তাঞ্চল তৈরি করে সেখানে জনগণের শাসন কায়েম করেছে, জমি কৃষকদের মাঝে বিলি করেছে এবং সামন্তীয় শক্তির দালালদের উৎখাত করেছে, আবার সেখান থেকে কর্মী সংগ্রহ করছেন। এই করে করেই লংমার্চ এগিয়েছে। সেখানে না খেতে পেরে ও প্রচণ্ড ঠান্ডায় অনেকে মারা গিয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিরোধিতা যেমন এসেছে আবার বিশাল সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সব পরিস্থিতি দেখতে দেখতে মাও সেতুং একটি কবিতা লিখলেন–

লাল ফৌজ,

লং মার্চের সংগ্রামের আহ্বানে তোমরা নির্ভীক

পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ আর খরস্রোতা নদী তুচ্ছ তোমাদের কাছে

'ভু লিয়াং' পর্বতমালা ঐ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে

ঐ আবার নামছে, ঢালু হয়ে চলে গেছে অনন্ত ডেউয়ের মতো...

এরপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। আর্থিক মন্দা সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশে দেখা দিল। উৎপাদন সংকট চরম রূপ লাভ করল। কিন্তু সোভিয়েতে তার কোন ছাপ নেই। এটাও চীনের বিপ্লবী সংগ্রামে নিয়োজিত কর্মীদের দারুনভাবে উৎসাহিত করেছে। সাধারণ মানুষ বুঝল সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক পার্থক্য।

কুয়োমিনটাং কমিউনিস্টদের হত্যা করছে, তারপরেও তাদের সাথে ঐক্যের কেন প্রয়োজন ছিল? মাও সেতুং বললেন, কুয়োমিনটাংদের চরিত্র জনগণের সামনে উন্মোচন করতে হবে, মানুষের মধ্যে তখনও আকাঙ্ক্ষা আছে যে, মিলিত শক্তি না হলে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করা যাবে না, সেজন্য ঐক্য প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালে মার্চ মাসে চিয়াং কাইশেকের প্রকাশিত একটি বই 'চায়না এন্ড ডেসটিনি'-তে বলা হলো, দুই বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংস করা হবে এবং তার পূর্বপরিকল্পনা সেখানে তুলে ধরা হয়। একদিকে আলোচনা করছে অন্যদিকে গোপনে এইসব লেখা বিলি করছে। এগুলো জেনে ১৯৪৫ সালের ২৩ এপ্রিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস যখন হয়, তখন মাও সেতুং বলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কুয়োমিনটাং এর সাথে আমাদের ঐক্য ধরে রাখার প্রয়োজন নাই। ঐক্য এবং কোয়ালিশন সরকার এর উপরে মাও সেতুং একটি প্রবন্ধ লিখলেন, এর রাজনৈতিক প্রতিবেদন তিনি হাজির করলেন।

১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণবাহিনী মাও-এর নেতৃত্বে ব্যাপক আকার ধারণ করে। যেসব এলাকায় তারা লংমার্চ করে পার হয়েছিলেন সেই সব অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ, কোটি মানুষ যুক্ত হয়ে যায় এবং বাকি এলাকাগুলিতেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে দেখা যায় ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার গণবাহিনী, মিলিশিয়া ২২ লক্ষ, আত্মরক্ষাবাহিনী ১ কোটি, মুক্তাঞ্চল ১৯টি এবং ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের মধ্যে তাদের অবস্থান চলে আসে। এটা লংমার্চ-এর প্রভাব।

১৯৪৫ সালে জাপানের সাথে চুক্তি হয়। চিয়াং কাইশেকরা তখন আমেরিকার পেছনে এসে পড়ল। কমিউনিস্টদের হত্যা করার জন্য আমেরিকা দালাল খুঁজছিল এবং চিয়াং কাইশেক তো আগে থেকেই তৈরি ছিল। তবুও মাও সেতুং আবার চিয়াং কাইশেকদের সাথে আলোচনা শুরু করলো আলোচনা ৪০ দিন ধরে চলার পর ১০ অক্টোবরে চুক্তি হয়। অর্থাৎ আবার যুক্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে প্রশ্ন উঠেছিল, যারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করছেন এবং কমিউনিস্টদের হত্যা করছেন তাদের সাথে আবার ঐক্য প্রক্রিয়া কেন? এই আলোচনা চলাকালীন সময়ে চিয়াং কাইশেক দস্যু দমন সম্পর্কে ইতিবৃত্ত নামে একটা পুস্তিকা লেখেন এবং গোপনে বিলি করেন। সেটাও মাও সেতুং এর হাতে আসে। জনগণের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত এদের চরিত্র উন্মোচিত না হবে ততক্ষণ তারা চাইবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ফলে জনগণের সামনে তাদের চরিত্র উন্মোচনের মাধ্যমেই ঐক্য থেকে বের হতে হবে। জনগণও তখন বুঝবে কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র শক্তিকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং হলোও তাই।

সহজ সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ দিয়ে মাও সেতুং মানুষকে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব সহজে বোঝাতে পারতেন। সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের একটা জটিল পরিস্থিতি তিনি 'বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিল' এই গল্প বলে প্রতিনিধিদের বুঝালেন। তার আগে তিনি সেখানে বক্তব্য দিলেন যে, কংগ্রেস সমাপ্ত হলে কমরেডরা নিজ নিজ কর্মস্থান এবং যুদ্ধ ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে ফিরেই তাদের উচিত কংগ্রেসের তথা পার্টি লাইন প্রচার করা, বিপ্লব ও পার্টির প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক অগ্রণী বাহিনীর চেতনাকে উন্নত করতে হবে, যার ফলে দৃঢ়চিত্ত, আত্মত্যাগে ও নির্ভয়ে এ বাহিনী প্রত্যেকটি বাঁধা অতিক্রম করবে। আবার শুধু এটাও যথেষ্ট নয়, সমগ্র জনসাধারণকে এই চেতনার জায়গায় তুলতে হবে, যেন বিজয়ের জন্য তারা স্বেচ্ছায় সানন্দে আমাদের সাথে তারা একত্রে সংগ্রাম করে। সমগ্র জনগণের মনে এই বিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে চীন চীনের জনগণেরই, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। এগুলো বলে তিনি প্রবাদ গল্প বলেছিলেন, বোকা বুড়োর বাড়ির সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় কাটার চেষ্টা এবং উদ্দেশ্যে অবিচল থাকা দেখে ঈশ্বর খুশি হয়ে পাহাড় সরিয়ে দেন। এই গল্প বলে মাও সেতুং বলছেন, আমাদেরও অবিরাম চেষ্টা করতে হবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার; তবে মনে রাখতে হবে আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন চীনা জনগণ। আমাদের সামনেও দুটো পাহাড় অনড় বোঝার মতো চেপে আছে। একটি হল সাম্রাজ্যবাদ অন্যটি সামন্ততন্ত্র। আমাদের ঈশ্বর

চীনা জনগণ যদি জেগে উঠে খুশি হয়ে আমাদের সাথে এই দুই পাহাড় খুঁড়তে থাকে তাহলে পাহাড় দুটো উপড়ে ফেলা যাবে না কেন? জনগণ এত বড় শক্তি যে, তার সামনে কোন প্রতিক্রিয়ার শক্তি টিকতে পারে না।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব জেমস বার্ন ১০ বছর ধরে চিয়াং কাইশেক-কে সামরিক সহযোগিতা দেয়ার বিল নিয়ে আসেন। চিয়াং কাইশেকও মার্কিনীদের স্বার্থে মুক্তাঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ ঘোষণা করে হামলা শুরু করে। এর মাধ্যমে চিয়াং কাইশেকের চরিত্র আরও বেশি উন্মোচিত হয়, তার শক্তি ক্রমাগত কমতে থাকে আর গণফৌজের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একজন মার্কিন সৈন্য একজন ছাত্রীকে লাঞ্ছনা করে তার প্রতিবাদে ৫ লাখের বেশি মানুষ পিকিং-এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এটাই প্রতিক্রিয়ার শক্তির কোমর ভেঙে দেয়। এর ফলে ১৯৪৭ সালে কুয়োমিনটাং এর সৈন্য ৬ লাখ কমে যায় আর গণমুক্তি ফৌজের সংখ্যা ৮ লাখ বেড়ে যায় এবং ১৯৪৯ সালে সারা চীনে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়।

চীনের বিপ্লব একটা ইউনিক। প্রত্যেক দেশে বিপ্লবের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, বিশ্বে সমগ্র অঞ্চলগুলি সমানভাবে বিকশিত হয় না। তাই সমাজবিকাশের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হয়, বৈশিষ্ট্যগুলিও আলাদা হয়। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজ এবং রাষ্ট্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে ধরতে না পারলে সেটা পরিবর্তন করা, রূপান্তর করার সংগ্রামও দুর্বল হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায়।

চীন একটা আধা-উপনিবেশিক আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশ ছিল। সেখানে বিপ্লবের স্তর কী হবে, সে সম্পর্কে লেনিন যেটাকে নয়া গণতান্ত্রিক বলেছেন, সেটাকে মাও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলেছেন। কারণ পুরো দেশটা কোন একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে নয় আবার পুরো দেশ সামন্তীয় শাসকদের নিয়ন্ত্রণেও নাই। এজন্য এটাকে আধা-উপনিবেশিক আধাসামন্ততান্ত্রিক বলেছেন এবং সেভাবে বিপ্লবের রণনীতি রণকৌশল নির্ধারণ করেছেন। ১৯৪৯ সালে বিপ্লব হতে না হতেই ১৯৫০ সালে আমেরিকা কোরিয়া আক্রমণ করে এবং সপ্তম নৌবহর এসে তাইওয়ান দখল করে নেয়। ১৯৫১ সালে শেষ পর্যন্ত যখন কোরিয়া ভাগ হয় সেটা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ সদ্যজাত বিপ্লব, দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরণের পরিস্থিতি আবার কোরিয়া যুদ্ধ সমস্যা এই সব কিছু মিলিয়ে তারা তখন এটা মেনে নেয়।

কমরেড স্তালিন ১৯২১-২২ সালের পর থেকেই চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। চীন বিপ্লবের পরে মাও সেতুং গিয়েছিলেন স্তালিনের সাথে দেখা করতে। সোভিয়েত-চীন সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি হল কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্তালিন মারা গেলেন। তখন চীনে ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলছে। এসময় চীনে বিভিন্ন গ্রুপ উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করলে সেগুলিকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে।

১৯৫৮ সালে অষ্টম কংগ্রেসে মাও সেতুং বলেন, এক লাফে এগিয়ে যাও, বিপ্লবকে না থামিয়ে এগিয়ে নাও, ছোট ছোট কৃষি সমবায় থেকে বড় সমবায়, এগুলোকে একত্রিত করে কমিউন গড়ে তোল। অর্থাৎ দলের মধ্যে ঘোলাটে পরিস্থিতির সময় তিনি আরও সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন। এরপর ১৯৬১ সালে চীনের এক অংশে ভয়াবহ বন্যা আরেক অংশে খরা, ফলে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন সোভিয়েতের বিশেষজ্ঞ টিমকে প্রত্যাহার করা হয় এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরে নানা অন্তর্ঘাত চলছে। বিপ্লব সফল হওয়ার পরেই তারা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে অন্যদিকে বেশ কিছু প্রতিকূলতা তারপরও সেগুলো মোকাবিলা করেছেন।

স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে বিংশতিতম কংগ্রেসে শোধনবাদী লাইন গৃহীত হয়। সেই সময় জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান প্রসঙ্গে মাও সেতুং বললেন, শতফুল ফুটতে দাও। এখানে তিনি সৃজনশীলতার বিকাশ, ব্যক্তি মানুষের বিকাশ, আত্মশক্তিতে বলিয়ান হোক এবং কর্মপ্রেরণায় উৎসাহী হোক। একদিকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার ঐক্য অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় বিকাশ, সৃষ্টিশীল এবং কর্মদ্যোগ তার সাথে দক্ষতার বিকাশ। তারসাথে শতফুল বলতে সহস্র মতামতকে সামনে নিয়ে আসো এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ব্যবহার কর। কারণ জনগণের ভিতরের দ্বন্দ্ব যদি নিরসন করা না যায়, জনগণকে মেশিনের মতো ব্যবহার করে পুঁজিবাদ চলতে পারে কিন্তু সমাজতন্ত্র টিকবে না। সেজন্য জনগণের ভিতরের দ্বন্দ্ব সমাধান করার কথা তিনি বলছেন এবং এই জনগণকে তিনি বলছেন সমাজতান্ত্রিক জনগণ।

১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ২২তম কংগ্রেস খোলামেলা শোধনবাদী চিন্তাগুলোকে সামনে নিয়ে আসল। তখন চীন-সোভিয়েতের বিরোধ শুরু হলো। কোন সমাজই একটা জায়গায় স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। পুঁজিবাদও তার কর্মকৌশল পরিবর্তন করে সমাজের বহু সমস্যার জন্য। সোভিয়েতে স্তালিন সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হয়। স্তালিনের কী কোন ভুল ছিল না? কাজ করতে গেলে ভুল সবারই হয়। কিন্তু স্তালিন সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সামনে আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য হলো কেন? স্তালিন কি মার্কস এঙ্গেলস এর চেয়ে অনেক প্রতিভাবান? স্তালিন কি লেনিনের চেয়েও বেশি দক্ষ ও প্রতিভাবান সব দিক থেকে? বিষয়টা তা না। তবুও স্তালিন সকলের চেয়ে বেশি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কারণ মার্কসবাদী তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোঝা অনেক কঠিন। সেটাকে তাদের উপযোগী করে সামনে তুলে না ধরলে তারা বুঝতে পারে না বা দেখতে পায় না। কিন্তু দিনের আলো যেমন সারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে, কমরেড স্তালিনের সময় তেমনি সমাজতন্ত্রের গৌরব, সমাজতন্ত্রের সাফল্য সেভাবে সারা দুনিয়ার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালে যখন পুরো পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মহামন্দা চলছে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্দা বলে কিছু নাই। সেখানে বেকার-ভিক্ষুক-পতিতা নাই; জ্ঞান-বিজ্ঞানে সামনে চলে আসে। নারী অধিকার, গণতন্ত্র সকল ক্ষেত্রে নজির স্থাপন করেছে। ইংল্যান্ড যেখানে ১৯১৮ সালে নারীদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি থাকার শর্তে ভোটাধিকার দেয়া হয়, আমেরিকা ১৯২০ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়; সেখানে ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরপরই সোভিয়েত নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়।

পাশ্চাত্য যেগুলো তখনও ভাবেনি সেগুলো সোভিয়েতে কার্যকর ছিল। স্তালিন নিজেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে সেই সময়ে যে ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেগুলো নিয়ে উনবিংশতিম কংগ্রেস আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সময় পাননি। একদিকে বিশ্বযুদ্ধ সেই যুদ্ধের মূল শক্তি সোভিয়েত। হিটলারকে মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকা ইংল্যান্ড কৃতিত্ব নেয় কিন্তু রেড আর্মি বা লাল ফৌজ জনগণের সংগ্রামের যে নিদর্শন সেদিন হিটলার প্রত্যক্ষ করেছিল, হিটলার ভেবেছিল পশ্চাদপদ রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা সে করতে যাচ্ছে, কিন্তু হিটলার ভাবতে পারে নাই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মোকাবিলা কেমন হবে। তার চেনা আগের রাশিয়া আর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শক্তি এবং ক্ষমতা কয়েক হাজার লক্ষ গুণ বেশি। কনভেনশনাল যুদ্ধে হিটলার বা জার্মানির সামনে দাঁড়াবার শক্তিই ছিল না ইউরোপের। কিন্তু রাশিয়া মোকাবিলা করল। সমাজতন্ত্রের শক্তিকে সংগঠিত করে যুদ্ধকে পরিচালনা করেছেন কমরেড স্তালিন। আবার সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে ধাপে ধাপে যে জায়গায় তুলে এনেছিলেন সেটাও ইতিহাস। আমেরিকা পৃথিবীর

সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র তারা পেরেছে কী বলতে যে সেখানে কোন বেকার নাই, ভিক্ষুক নাই, পতিতা নাই? সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ হয়ে মাত্র কয় বছরে যে জায়গায় গিয়েছিল তার কারণ কমরেড স্তালিন।

স্তালিন জীবিত থাকতে সমাজতন্ত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন–যা সমাধান করে সাম্যবাদে যাওয়া যাবে, আবার সংগ্রামের ঘাটতি হলে পুঁজিবাদের দিকে ফিরবে। ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হয়। কারণ একবারে অর্থনীতির এই আমূল পরিবর্তন করা যায় না। সেখানে যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা, সমবায় মালিকানা, লিজ মালিকানা, যৌথ মালিকানা, এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা এভাবে ধাপে ধাপে অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া অন্যদিকে জনগণকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করে সমগ্র ক্ষেত্রে অগ্রসর করে নেয়া এবং দেশের ভেতরে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাস্ত করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সহায়তা করা এগুলো স্তালিন ঠিক ঠিক করেছিলেন। তার মৃত্যুর পরে নেতৃত্ব চিহ্নিত সমস্যাগুলো কাটিয়ে তুলে সমাজকে অগ্রসর করার পরিবর্তে সেগুলোকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সময়ে সমাজে যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলো সমাধান না করে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণ না খুঁজে ভিন্ন রাস্তায় হাটতে শুরু করেছে। এইগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে মাও সেতুং ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব এর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছেন, জনগণের কাছ থেকে শিখে জনগণকে শেখাও। একখণ্ড জমিকে চাষের যোগ্য করে তুলতে হলে জমির সমস্ত আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়, আর তা করতে হয় চাষিকেই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে চীনের সমাজ থেকে পুরোনো দিনের সমস্ত আগাছা ও নতুন আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে। তা করতে হবে শ্রমিকশ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণকে। সমাজতন্ত্রের জন্য চাই সমাজতান্ত্রিক জনগণ। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা ধাপে পার্টিকে উন্নীত করেছিল। পরবর্তী ধাপগুলোও তিনি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন নাই। ১৯৭৬ সালে তার জীবনাবসান হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য জনগণ ও পার্টিকে প্রস্তুত করে সংগ্রামের যে রূপরেখা মাও সেতুং হাজির করেছিলেন, সেই অনুযায়ী স্তরে স্তরে সর্বক্ষেত্রে পার্টি প্রস্তুত হয়ে ওঠে নাই। আর এই না পারার ফলে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটি বড় ধরণের ঐতিহাসিক শিক্ষা দুনিয়ার বিপ্লবীদের সামনে রেখে গিয়েছে।

অনেকে বলেন, এখন আর সমাজতন্ত্রের অবস্থা নেই। কোন সময়ই সেটা থাকে না। অবস্থা যাই হোক, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ লাগবে। সময়ের চলা তো বন্ধ হয়ে যাবে না। বস্তুজগতের গতি কি বন্ধ হয়ে যাবে? প্রকৃতি এবং সমাজ জীবনে গতি অবিরাম চলতে থাকে। যদি সে সঠিক বিকাশের পথ না পায় তাহলে ক্রমাগত ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালাতেই থাকে। পুঁজিবাদ কি শেষ কথা? পুঁজিবাদ কি সমাধান দিতে পারবে? পারবে না। ঐতিহাসিক নিয়মেই তাকে সাম্যবাদ বা শ্রেণিহীন সমাজের দিকে যেতে হবে। যাওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সমাজ সমাজতন্ত্রে প্রবেশও করতে হবে। এর কোন বিকল্প নাই।

কোন দেশে কি পরিস্থিতিতে কী কৌশলে অগ্রসর হবে, মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে রণনীতি ঠিক হবে কিন্তু রণকৌশল প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রণনীতি হলো বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে এবং সর্বহারা শ্রেণির ক্ষমতা দখল করতে হবে। লড়াইটা চালাতে হবে সাম্রাজ্যবাদী অনেক শক্তি ও দেশীয় বুর্জোয়াসহ নানা ধরণের শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে। রণকৌশল কখনই সম্পূর্ণরূপে রণনীতির বিপরীতমুখী হবে না; রণনীতির সাথে সাযুয্যপূর্ণ হবে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রণকৌশল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। রণনীতিকে অবিচল রেখে রণকৌশলকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ঠিক ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারলেই বিপ্লবী সংগ্রামী পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং গণসম্পৃক্ততা বাড়বে।

আমাদেরকে দেশের মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষকে জানতে হবে। তাদের চিন্তা, তাদের সংকটের সাথে পরিচিত হয়ে তাদেরকে মার্কসবাদী শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। এটাই তাদের মুখে ভাষা দেবে। তারা চোখে সবই দেখছে কিন্তু অন্তরালের বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে না। এই সমাজে তারা শিক্ষার সুযোগ পায় না বলে বুর্জোয়াদের প্রচার প্রপাগান্ডার মধ্যে সে আটকে থাকে আর বুর্জোয়াদের প্রচারের স্রোতে ভাসতে থাকে। এ বিষয়গুলো যদি মানুষকে সঠিকভাবে ধরানো যায় এবং পার্টির সাংগঠনিক বিস্তৃতি এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রণকৌশলে গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়, অপরাপর সহায়ক শক্তিদের যুক্ত করে সম্মিলিত লড়াই পরিচালনা করা যায়, তাহলে বিপ্লবী সংগ্রাম অগ্রসর হবে।

৪৯ বছর ধরে আমাদের দেশে বুর্জোয়া শক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তাদের ঐতিহ্যগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোন পার্থক্য নাই। পুঁজিবাদী ধারায় দেশ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এদের কোন পার্থক্য নাই। ক্ষমতার কোন্দলে এরা জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছে। এই বিভক্ত করে রাখা তাদের প্রয়োজনে। এর কোথাও সাধারণ মানুষ বা শ্রমিকশ্রেণির কোন স্বার্থ নেই। শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থকে শ্রমিকশ্রেণিকেই বুঝে নিতে হবে।

মাও সেতুং চীনের পরিস্থিতি বুঝে সেখানে লড়াই করতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশের বামপন্থীদেরও সেই শিক্ষাটা নিতে হবে। মাও সেতুং বলেছিলেন, একটা দেশের বা জাতির পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হয়, সে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে। সেই অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন এবং সেটা জানার জন্য তৎপর ছিলেন। আজকের বাস্তবতায় সমগ্র বাম প্রগতিশীল শক্তির প্রতি আহ্বান আসেন একসাথে সেই লড়াইটা করি আর আমাদের দলের কমরেডদের প্রতি আহ্বান আসুন আমরা নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য গড়ে তুলি এবং যেটা অনিবার্য, অবধারিত, ইতিহাস নির্ধারিত তার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং সঠিক সময়ে সঠিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাও সেতুং আমাদের নিকট অন্যতম পথপ্রদর্শক।